দৈনিক ইত্তেফাক

MAR. 25 2001

তারিখ ... পৃঃ ৬ ... কলাম ৭ ...

নকলের বস্তায় বন্দী আমাদের ভবিষ্যত

সারা দেশে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। একই সঙ্গে পত্রিকাগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হচ্ছে নকলের কারণে বহিষ্কৃত শিক্ষক ও ছাত্রদের কথা। অভিভাবক ও ছাত্রদের বন্ধু-বান্ধব কিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নকলরাজ্য বানিয়ে তুলছে তারও সচিত্র প্রতিবেদন প্রায় প্রতিদিনই প্রকাশ হচ্ছে পত্রিকায়।

একই সঙ্গে নিষ্ফল আবেদন আর পরামর্শ সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি ও সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারেও ঘাটতি নেই। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে বলে মনে হয় না। বরং পরীক্ষার্থীরা যেন রণে ভঙ্গ দিতে নারাজ। তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন। পত্রিকার পাতায় প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে নকলের দৌড়াত্মের খবর। খবর এখন ৫/১০ জন নকলবাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দশ বস্তা কুড়ি বস্তা নকল কুড়িয়ে পাওয়া গেছে, এমন খবরই ছাপা হচ্ছে পত্রিকায়।

একাজে এখন শুধু ছাত্ররাই জড়িত নয়। জড়িয়ে গেছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের একটি বড় অংশ, অভিভাবক, স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্রনেতা ও টাউট শ্রেণীর লোকজন। জড়িয়ে গেছে প্রকাশকদের একটি অংশ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টগণ।

কেন্দ্র সচিবকে কারণ দর্শানোর নোটিশ থেকে শুরু করে শিক্ষক বহিষ্কার এখন কোনো ব্যাপার নয়। অবস্থা দেখে মনে হয় শিক্ষকরাও যেন নকল করানোর দায়িত্ব নিয়েই কেন্দ্রে আসছেন। শিক্ষকদের বহিষ্কৃত হওয়ার সংবাদটি সচেতন মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় শুধু ইংরেজী ও বাংলা পরীক্ষার দিনই দেড় শতাধিক শিক্ষক নকল সরবরাহসহ নকল করায় সহযোগিতার জন্য বহিষ্কৃত হয়েছেন। এটা লজ্জাজনক ও ভবিষ্যতের জন্য লাল সংকেতেরও সামিল।

একজন শিক্ষক তার পাওনাদি আদায়ের জন্য রাস্তায় নামেন। কিন্তু ছাত্রদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য তাদের ক'জনকে রাস্তায় নামতে দেখা গেছে এ প্রশ্ন এসে যায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের আন্দোলন দেখার পর। আর এখানেই আরেকটি প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় তা হচ্ছে– চাকরি রক্ষার জন্যই যদি তারা নকল করাকে জায়েজ বলে মনে করেন তা হলে আন্দোলন করে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার মতো ঝুঁকি নেন কিভাবে। বিষয়টা কেমন বেমানান হয়ে যাচ্ছে না কি? তবু সত্য হচ্ছে শিক্ষকদের একটি অংশ ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে নকলপটু হওয়া যায়। এটাই বাস্তব।

ছাত্রদের পক্ষ থেকে নকল করার যুক্তি নিয়ে কোনো রকম তর্ক-বিতর্ক হয় বলে জানা যায়নি। তবে তারা নীরব থেকে একথা বোঝাতে চাইছে যে তারা এটাকে অন্যায় জেনেই করছে। আর এ নীরবতার বাঁধ যদি ভেঙ্গে যায়, যদি তারা বলতে শুরু করে নকল করে পরীক্ষা দেয়া অধিকারের অন্তর্ভুক্ত তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না এবং এমনও যদি তারা বলতে শুরু করে যে নকল ধরাটা অপরাধের সামিল তাহলেও অবাক হওয়ার সুযোগ থাকবে না। পরিস্থিতি এখন এমন অস্বাভাবিক হওয়ার মতোই মনে হচ্ছে। সম্প্রতি নকল করার সুযোগ দাবী করে একাধিক জায়গায় ছাত্ররা আন্দোলন [illegible] পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে নকল ধরার অপরাধে শিক্ষককে নাজেহাল করার খবর। অতি সম্প্রতি ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজে যে কাজ হয়েছে তাতে মনে হয় শিক্ষকতাকে যারা পবিত্র পেশা মনে করেন তাদের এবার বিদায় নেয়ার সময় হয়ে গেছে।

এটা ছাত্রদের নেতিবাচক মানসিকতার একটি দিক। এর অন্য চিত্রও আছে। যেমন– ছাত্ররা নকল করছে কেন তার জবাবও খোঁজা যেতে পারে। তাদের কাছে কেউ জবাব চাইলে তারা যে একেবারে বোবা হয়ে থাকতে হবে এটাও ঠিক নয়। অসংখ্য কারণ রয়েছে তাদের সামনে। তারা যদি উল্টো প্রশ্ন করে যে বছরের পর বছর তারা বেতন দিয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া করার পরও তাদের লেখাপড়া করানো হয়নি ঠিকমতো। সুতরাং তাদের সামনে নকল করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

মোস্তফা হোসেইন

শিক্ষকদের অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়– কিভাবে তার বেতনের পুরো টাকাটা জবাবদিহিতা ছাড়া আদায় করা যায় সে দরবার নিয়ে। তারা কখনো আন্দোলন করে ক্লাস নেয়া থেকে বিরত থাকেন কখনো তারা স্থানীয় রাজনীতির কারণে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। আর তার ফল ভোগ করে কোমল মতি ছাত্ররা। পরীক্ষা এলে তাদেরকে সহজে পাস করার উপায় হিসেবে নকলের প্রতি আকৃষ্ট হতে হয়। কিংবা একটি বড় অংশকে নকল করতে বাধ্য করে চলমান অবস্থা। তারা এক্ষেত্রে দোষটা চাপিয়ে দিতে পারে শিক্ষকদের উপর।

একজন শিক্ষক তার পাওনাদি আদায়ের জন্য রাস্তায় নামেন। কিন্তু ছাত্রদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য তাদের ক'জনকে রাস্তায় নামতে দেখা গেছে এ প্রশ্ন এসে যায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের আন্দোলন দেখার পর। আর এখানেই আরেকটি প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় তা হচ্ছে– চাকরি রক্ষার জন্যই যদি তারা নকল করাকে জায়েজ বলে মনে করেন তা হলে আন্দোলন করে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার মতো ঝুঁকি নেন কিভাবে। বিষয়টা কেমন বেমানান হয়ে যাচ্ছে না কি? তবু সত্য হচ্ছে শিক্ষকদের একটি অংশ ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে নকলপটু হওয়া যায়। এটাই বাস্তব।

যুক্তির খাতিরে যদি বলা হয় যে শিক্ষকদের একটি মহল এই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্যই ছাত্রদের নকলে উৎসাহ প্রদান করছে তাহলে কি বেশি বলা হবে?

এক সময় এমনও বলা হয়েছিলো শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলের উপর শিক্ষকের মূল্যায়ন হবে। কিন্তু যেহেতু শিক্ষক সম্প্রদায়গতভাবে ঘোষণা দিয়ে নিজ কর্মস্থলে গরহাজির থাকেন সেখানে কে কার কাছে জবাব চাইবে। সেখানে শিক্ষকের কাজের মূল্যায়ন করবে কে।

আমাদের দেশের অনেক কর্মক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও জবাবদিহীতার কোনো বালাই নেই। রেওয়াজ হয়নি। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে এ অবস্থা খুবই নাজুক। সামাজিক পরিবর্তনের কারণে সেখানে ব্যবস্থাপনাগত দিকে ব্যাপক অধগতি চোখে পড়ে। বিশেষ করে স্কুল ম্যানেজিং কমিটিগুলাতে উপযুক্ত লোক খুব একটা পাওয়া যায় না। গ্রামে টাউট শ্রেণীর দাপট এখানেও রাজনীতির মতো শিকড় গেড়ে বসেছে। এম লোকও সেখানে দেখা যায়, যে হয়তো নিজেই নাম স্বাক্ষর করতে পা না। কিন্তু পরিস্থিতির সুযোগে সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পা করে যাচ্ছে। তার কাছে শিক্ষার মূল্য কি হতে পারে। একান্তই সার্টিফিকে প্রাপ্তিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাবাটা তার জন্য তেমন কিছু নয়। সে নিজে যেখানে কিছু জানে না সে আরেকজনের জানার ব্যাপারে কিভাবে তদারা করবে। ফলে শিক্ষকদের একটি অংশ সে সুযোগটি নিচ্ছে। স্কুলে শি দেয়ার পরিবর্তে দলাদলি করাকে তারা বেশি প্রয়োজন বলে মনে করে এ কার্যত তাতেই তারা লিপ্ত থাকছে।

একজন শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার ব্যাপারে অভিভাবকের ভূমিকাও বিরা আমাদের দেশের অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব সে ভূমিকা পা ব্যর্থ। এখানে আমার গ্রামের স্কুলের একটি উদাহরণ দিতে পারি। বর্ত প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নের জন্য গত কয়েক মাস অভিভাবকদের সহযোগিতা চেয়ে আসছেন। তিনি নিজে অভিভাবক কাছে চিঠি দিচ্ছেন আলোচনার জন্য। দেখা গেছে ছাত্রের অভিভাবক হয়তো চিঠি গ্রহণ করেছেন কিন্তু বারবার তাগাদা দেয়ার পরও আসছেন না। সে ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক নিরূপায় হয়ে যান। এটা এক অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণেই হয়ে থাকে।

কিন্তু যখন ছাত্রটির এসএসসি পরীক্ষা এসে যায় তখ অভিভাবক চিন্তা করেন ছেলের পাস করানোর ব্যাপা তাই নিজেই নেমে যান নকল সরবরাহ করার কা রাজনীতিকদের ভূমিকাও ইতিবাচক নয়। স্থানীয় নে মনে করেন তার নিজ এলাকার স্কুলে যদি পরীক্ষার করা যায় তাহলে স্কুলটি যেমন অর্থনৈতিকভাবে লা হবে তেমনি নিজের সুনামও অর্জন হবে। যখন প্রতিষ্ঠা হলো তখন তার চিন্তা থাকে কিভাবে এখানে সংখ্যায় পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দেওয়ানো যায়। সংখ্যক ছাত্রকে পরীক্ষার হলে আনতে হলে বেশি ন সুযোগ দিতে হবে এটা যেন রেওয়াজে পরিণত হয়ে যদি কোনো কারণে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নকলপ্রবণ বলে চিহ্নিত হ কিংবা কেন্দ্র বাতিলের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে তিনি নিজের খাটাতে কসুর করেন না। একইভাবে রাজনৈতিক নেতারা তার এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য তদবির তল্লাসী করতেও দ্বিধা করে না। অপ্রয়োজনীয় সুপারিশ আর তদবির করার কারণে কর্তৃপক্ষেরও পড়তে হয়। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যা কথাও বলেছেন যে, সুপারিশ আর তদবিরের কারণে তার কা হয়েছে যদি বাড়ি বাড়ি পরীক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যেতো তাহলে কেন্দ্র নিয়ে মাতামাতি কমে যেতো।

তারপরও একথা বলা জরুরী যে নকলের মতো দুর্বিসহ যন্ত্রণা দূ হলে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন অপরিহার্য। কারণ নকলের সঙ্গে একটি চক্র সক্রিয়। প্রশাসন থেকে শুরু করে ছাত্র-শিক্ষক সব নকলকে কোনো না কোনোভাবে সমর্থন করেন, তখন এই ক্ষ রেহাই পেতে হলে ব্যাপক আন্দোলনের বিকল্প নেই। ■